দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 13 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৯

হরতালে পেছাবে না উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, আগামীকাল শুরু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আগামীকাল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বসছে ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন পরীক্ষার্থী। গেল বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থী কমেছে ৬৭ হাজার ৪৯০ জন। আগামী ১১ জুন পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা চলবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে ১৩ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত। সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে পরীক্ষার এ তথ্য তুলে করে

পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ৭৩ হাজার

আবারও বিএনপি নেতৃত্বাধীন (৪ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

হরতালে পেছাবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জোটকে হরতাল-অবরোধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বলেছেন, কোন হরতাল-অবরোধ আসলে হচ্ছে না। পরীক্ষা না নিলে ছেলেমেয়েদের এক বছর নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এসএসসির হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ক্ষতি করা হয়েছে নাশকতা চালিয়ে। আমরা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পরীক্ষা নিচ্ছি। আতঙ্কের মধ্যে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। এটা কাটিয়ে উঠতে তাদের ৩০-৪০ বছর লাগবে, আমাদের এর খেসারত দিতে হবে।

সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা, পরীক্ষার প্রস্তুতিসহ সার্বিক দিক তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব স্বপন কুমার সরকার, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা গ্রহণের সবরকমের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। এবার ২৬-২৮ এপ্রিলের পরীক্ষা বাদে বাকি সব পরীক্ষা রুটিনমাফিক অনুষ্ঠিত হবে। এর কোন ব্যত্যয় হবে না। ওই সময়ের পরীক্ষা কেবল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের কারণে পরিবর্তন হবে। নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বুধবার থেকেই এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় দেশবাসীর কাছে রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দেয়ার আহ্বান জানান। বলেন, গত এসএসসি পরীক্ষার সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যারা হরতালের সঙ্গে নেই এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন, সমাজসেবী এবং সাধারণ মানুষ যার যার এলাকায় সংঘবদ্ধ হয়ে ছেলেমেয়েদের কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তায় পাহারা দিয়েছে। 'আশা করছি, এবারও যাতায়াতের পথে সাহায্য করবেন, যাতে নিরাপদে তারা কেন্দ্রে যেতে পারে। নিরাপদে পরীক্ষা নেয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সমস্ত ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। মন্ত্রী আরও বলেন, যারা হরতাল দিয়ে পরীক্ষায় বাধা সৃষ্টি